প্রথম অধ্যায়

ডিমাছা জাতির উৎস সন্ধান

ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল বর্ণময় সংস্কৃতির ক্ষেত্রভূমি। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণ-ধর্মের সন্নিবেশে এই অঞ্চল এক বিচিত্র মিলনক্ষেত্র। সমতল ও পাহাড়ের সমান্তরাল সহাবস্থানে এই অঞ্চলের জীবন প্রবাহিত। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি ভাষারও একত্র সহাবস্থান ঘটেছে এই অঞ্চলে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে কয়টি উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ডিমাছা। ডিমাছা অসমের বৃহত্তর কাছাড়ি জাতির একটি শাখা। যুগ-যুগান্তর থেকে বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের সংস্পর্শে এসে গড়ে উঠেছে এই ডিমাছা সমাজ। ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে ডিমাছা উপজাতি ভোটব্রহ্ম/তিব্বতব্রহ্ম ভাষাভাষি ইন্দোমঙ্গোলীয় বোড়োদের একটি শাখা। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> *"ভোটচীন জাতির শাখা ভোটব্রহ্ম; শ্যামচীন ও অন্যান্য। এদের আদি পিতৃভূমি ছিল য়াঙৎসে-কিয়াঙ (**yang-tse-kiang**) নদীর উৎপত্তিস্থলে। এরা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে এবং হিমালয় অতিক্রম করে ভোট বা তিব্বত থেকে এদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে, আবার তাদের অন্য কতগুলি দল বড বা মেচ শাখা আসাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হয়ে উত্তর ও পূর্ব সীমানায় আজ থেকে দু'হাজার বৎসর পূর্বেই এসেছিল।"*[১]

নলিনীন্দ্র কুমার বর্মণ বলেছেন—

> ***"Eighteen hundred or two thousand years ago, the Tibetan type (Mongoloid element of people) was much more prominent in the plains of Northern India. The Burmese and the Gurkhas are more or less similar to them in appearance."*** [২]

ডিমাছারা বৃহত্তর কাছাড়ি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত হওয়া একটি উপজাতি সম্প্রদায়। কাছাড়ি জনগোষ্ঠী বর্তমান সময়ে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে পরিচিত। অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় তারা 'মেচ'; ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'বোডো' বা 'বোডোসা' দক্ষিণ অসমে 'ডিমাছা' নামে পরিচিত। এবং কাছাড়ের সমতলে যাদেরকে আমরা বলি 'বর্মণ'।

স্যার এডওয়ার্ড গেইটের মতে ডিমাছা জাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন বাসিন্দা। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

> ***"The Kacharis may perhaps be described on the aborigines or earliest konwn inhabitants, of the Brahmaputra valley. They are identical with the people called Mech in Goalpara and North Bengal. These are the names given to them by outsiders."*** [৩]

অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মন্তব্য বা গবেষণা

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ডিমাছা উপজাতি অসমের বৃহত্তর কাছাড়ি জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত এক উপজাতি সম্প্রদায়। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যুগ-যুগান্তর থেকে একইসঙ্গে বসবাস করে আসছে নানা জাতি-উপজাতি গোষ্ঠী। এক একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে এক একটি ছোট ছোট উপজাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আর এভাবেই উদ্ভব হয়েছে ডিমাছা গোষ্ঠীর। তবে বহুযুগ ধরে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে এক গোষ্ঠীর ওপর অন্য গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে কম শক্তিশালী উপজাতিগোষ্ঠী অধিক প্রভাবশালী উপজাতিগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই ডিমাছা কাছাড়ি জাতি অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করছে।

> ***"The Kacharis have been found in different names in Assam such as Bado-Kachari, Sonowal Kachari, Mech-Kachari, Barman-Kachari, Thangal Kachari, Dimasa-Kachari etc."*** [৪]

তবে লক্ষণীয় বিষয়, বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করলেও তাদের মূল প্রোথিত রয়েছে একই জায়গায়—

> ***"By whatever name these people are called Bodo, Sonowal, Mech, Dimasa etc. they are same people spouting from the same ethnic root. ...usually the Dimasas are known as 'Hill Kachari' and the Bodos as 'Plain Kachari'."*** [৫]

ডিমাছা উপজাতিদের মধ্যে একটি নদীকেন্দ্রিক মানসিকতা রয়েছে। নদী তাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। 'ডিমাছা' এই নামের মধ্যেই রয়েছে ডিমাছা জাতির উৎসের ইঙ্গিত। ডিমাছা শব্দের অর্থ হল বৃহৎ নদীর সন্তান। 'ডি' অর্থাৎ জল, 'মা' অর্থ বৃহৎ এবং 'ছা' অর্থ সন্তান। তবে এই 'ডিমাছা' নামকরণ নিয়ে ভিন্নজনেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ঐতিহাসিক স্যার এডওয়ার্ড গেইটের মতে—

> ***"In the Brahmaputra valley the Kacharis call themselves Bodo or Bodofisa (sons of the Bodo). In the North Cachar Hills they call themselves Dimasa, a corruption of Dima fisa or "Sons of the great river"/ They were known to the Ahoms as Timisa, clearly a erruption of Dimasa, so that this name must have been in use when they were still in the Dhansiri Valley."*** [৬]

আবার স্বনামধন্য ডিমাছা পণ্ডিত নলিনীন্দ্র কুমার-এর মতে, বর্তমান ভারতের পূর্বাঞ্চল আর্যাবর্তদের অজানা ছিল। দ্বিতীয় পান্ডব ভীমের আগমনের পরই সংস্কৃত সাহিত্য এবং কিংবদন্তীতে এই অঞ্চল স্থান পায়। এরপর কাছাড়ি জাতি 'হিড়িম্বাসা' উপাধি গ্রহণ করে। এই 'হিড়িম্বাসা' থেকে 'ডিমবাসা' এবং কালক্রমে 'ডিমাসা' বা 'ডিমাছা'র উৎপত্তি হয়।

> "***The named their capital as Hidimbapur in order to perpetuate the account, that, the ruling aristocracy***

of the kachharies had discended from the traditional priences, Hidimba. The episode relating to the marriage of Hidimba with the second Pandava, has been given in the preceding chapter. Ghotatakach was born of the union, and he was said to be the clainant of the dominion of Bharat at the commencement of iron age.

Whereas, from Hidimachha, the word contracted into Dimachha, and subsequently, into Dimachha, the name of their seat too, got transformation from Hidimbapur, to Dimbapur and consequent by into Dimapur as it has come to be in vogue." [৭]

কিন্তু এই মতবাদ মানতে রাজি নন প্রখ্যাত সাহিত্যিক যতীন্দ্রলাল থাওসেন। তাঁর মতে ডিমাসা জাতি কল্পনাতীত অতীতে এক সংঘবদ্ধ জাতিরূপে জন্ম নিয়ে 'বোড়ো' নামধারণ করেছিল। তারপর জনসংখ্যার কারণে হোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের সংঘবদ্ধতা বিভাজিত হয়ে একটি দল সরস্বতী নদীর তীরে উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বসবাস করে কছারী বা 'কাছাড়ি' নামধারণ করে। সেখানে অনেক যুগ বসবাস করার পর নদী শুকিয়ে এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হয়। ফলে তারা যমুনা গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা ধরে দিল্লীবাম-খাশায়বাম হয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে এবং অনুগঙ্গায় বসতি স্থাপন করে। সেখানে অনেক বছর বসবাস করার পর আর্যদের আগমন ও

আর্য-সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাবের চাপে আবার এই গোষ্ঠী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। এভাবেই বিভিন্ন কাছাড়ি জাতির জন্ম দিয়ে দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের উজান বেয়ে একটি দল বর্তমান তেজপুরের কাছাকাছি উত্তর পার থেকে দক্ষিণ পারে এসে এক নতুন রাজ্য গড়ে তোলে। সেই রাজ্যের নাম রাখা হয় ডিমাপুর। যতীন্দ্রলাল থাওসেন ডিমাছা নামকরণ সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

> *"বৈদিক সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা (ডিমাসারা) গঙ্গার নিম্ন অববাহিকার দিকে অগ্রসর হয় এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে বসবাস স্থাপন করে। এই সঙ্গমস্থলের বিস্তীর্ণ জলরাশিকে তারা ডীমাং বা ডীল্লাং বলত। ডীমাং-এর অর্থ স্রোতহারা নদী যা সাধারণত আমরা নদীর মোহনায় দেখতে পাই। ডীল্লাং-এর অর্থ জলে জলে একাকার। এই ডীমাং বা ডীল্লাং-এ বসবাস করত বলে তারা নিজেকে বা নিজেদের জাতিকে ডীমাংসা অর্থাৎ স্রোতহারা নদীর সন্তান বা স্রোতহারা নদীতীরের বাসিন্দা বা ডীল্লাংসা অর্থাৎ বিস্তীর্ণ জলের সন্তান বলে পরিচয় দিত। কালক্রমে ডীমাংসা বা ডীল্লাংসাই ডীমাসা (ডিমাসা) হয়ে যায়।"*[৯]

তাছাড়া ডিমাছা সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যানুযায়ী লোকসংগীতে দেখা যায় 'গেঙ্গা' (গঙ্গা) নদী ডিমাছাদের কাছে পিতৃ-মাতৃরূপে বন্দিত। একটি ডিমাছা লোকগাথায় পাওয়া যায়—

মা গেঙ্গা গিরিনী সারাওলা
মা গেঙ্গা গিরিনী সিকরাওলা

ব্রাণীং ডাউবুডি জিং মাইনাং
ব্রাণীং ডাউবুডি জিং রীংলানাং

অনুবাদ :

আমরা পিতৃমাতৃহীন গেঙ্গার (গঙ্গার) সন্তান-সন্ততি
কীভাবে পাবো পূর্বপুরুষের রুচিমান কলাকৃষ্টি।

এই লোকগাথার সূত্র ধরে যতীন্দ্রলাল থাওসেন বলেন যে এই লোকগাথায় উল্লিখিত গঙ্গা বা গেঙ্গা ডিমাছাদের পিতা-মাতা উভয়ই। নিজেদের সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে না পারার বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এতে। এসব কথা থেকে মনে হয় ডিমাছারা গঙ্গা নদী থেকে কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন থেকেই এই বিরহজনিত ক্ষোভ, পীড়া বা মর্মযন্ত্রণা তাদেরকে বার বার বিদ্ধ করে। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকায় ডিমাছাদের বসবাসের কথাটিকে আরও সুদৃঢ় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"ডীমাসারা এমনকি উত্তর কাছাড় পাহাড়ের ডীমাসারা এখনো নৌকা বাইতে জানে, জাল ছুঁড়তে পারে, সাঁতার কাটতে কিংবা ডুব দিতে জানে। যারা নদীর ধারে থাকে তারাই এসব জানে। কিন্তু সমুদ্রের কিনারে যাদের বাস তারা নৌকা চালাতে জানলেও সাঁতার কাটতে বা ডুব দিতে জানে না (যেমন খাসি) ডীমাসা জাতির জীবনে নৌকার এমনই প্রচলন ছিল যে তারা এখনো নৌকাকে (বাংরং) প্রতীক হিসেবে শ্মশানে রাখে। কারুকার্যে শোভিত বৈঠা (বায়ঠা) তারা কাপড়ে ফুল তুলে রাখে। যাকে বলা হয়

'রায়ঠামীন'।"[১০]

আবার ডিমাছা কাছাড়িদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকেও জানা যায় যে প্রাচীনকালে তাদের পূর্বপুরুষরা ডিলাওব্রা বা সাঙ্গীব্রা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে সমুদ্রের উপকূলে বাস করত। এ প্রসঙ্গে একটি জনশ্রুতি হল—

'হাজেং মায়লাঙ্গি
হাজেং মুঠুমহি
ডাঁইহা ডরিজিং জাঙ
ডাওহি ফাইডাডা
ডিলাউহি ব্রাহা
সাঙ্গ-ডী ব্রাহা;
হা জেং মায়লাঙ্গি
হা জেং মগর্থি
ডবং ফুলিলি, খাসাই জাওলিলি
বনি হাঠানি হা
মেলমা খামফাইবা
ডহাব বনি হাঠানি প্রাং
ডাওইয়া জিম্নি জাং
মেলসা খামঠাওহি
ডাওহি ফাইবাসে
লু-হি ফাইবালা
ফ্রা ডেসারি
ফ্রা ফাংসারি
ইয়াডের খরমাইডুকা
বস ডমাইলুক

ইয়াডের-হা মিরিজিং মিনিরে
বস হা ডাউ রিজিং মালাওরে
হায়ুং হাখাব লাইসি গরাইয়া
বারয়ুং ফাইখাব ডেবসি পারাইয়া
মেলমা খামঠাও ঠাও, মেলছা খামঠাও ঠাও।”[১১]

ডিমাছা সমাজে প্রচলিত এই কাহিনিটিকে বাংলায় অনুবাদ করলে বলা যায়—

ছয় হাজার চন্দ্র গণনার কালে
ভাটি বেয়ে উজানে এসেছিলাম/
ডিলাও সাঙ্গী নদীর মোহনায়।
সেখানে ছিল বিস্তৃত বালুকাময় তটভূমি
আর ছিল ধবধবে সাদা ফুল,
আর ঈষৎ রঙ্গিন নল ফুল
সেখানেই বড় সভা বসেছিল/
সেখান থেকে সাত প্রজন্মপরে
উজান বেয়ে এলাম,
বিশাল বটবৃক্ষ যার
শিকড়ের গভীরে প্রোথিত, অগ্রভাগ প্রশস্ত।
গাছের নীচে সহস্র জন্তু আর
উপরিভাগ সহস্র পাখির মিলনক্ষেত্র।
প্রবল বর্ষণেও পাতা ঝরত না
প্রবল ঝড়ে একটি শাখা খসত না
সেটাই ছিল সভা বসার উপযুক্ত স্থান।

আবার বিশিষ্ট লেখক ব্যক্তিত্ব সোনারাম থাওসেন ‘ডিমাছা’ নামকরণ

নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে— ডিমাপুরে আসার আগেই ডিমাছারা নিজেদের 'বডোসা' বলে পরিচয় দিত। ডিমাপুরে আসার পর তারা ডিমাছা নামে অভিহিত হয়। ডিমাছা শব্দের অর্থ 'ডিমা' নদীর তীরে বসবাস করা লোক। 'ডিমা' অর্থ বড় নদী এবং ডিমাছা ভাষায় ধনশিরি নদীকে 'ডিমা' বলা হয়। ব্রহ্মপুত্র বা গঙ্গা যমুনার তীরে বসবাসকারী লোক হিসেবে অনেকে ডিমাছা শব্দের ব্যাখ্যা করতে চাইলেও, তা মানতে রাজী নন তিনি। আবার বিশিষ্ট ডিমাছা লেখক নিরুপমা হাগজের প্রায় একই ধরণের মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের পাশ দিয়ে বহমান ধনশিরি (ধনশ্রী) নদীকে ডিমাছা ভাষায় 'ডিমা' বলা হয়। এই নদীর উৎপত্তিস্থল উত্তর কাছাড়ের হাজাডিসা আর প্রাসাঃ ডুমডুঃ। এই অঞ্চল 'ডিমাঞ্চ' নামে পরিচিত। অর্থাৎ ডিমা নদীর উৎপত্তিস্থল। ডিমা নদীর তীরে স্থাপিত রাজধানী শহরের নামকরণ তাই হয়েছে ডিমাপুর। আবার বড়ো কাছাড়ি বংশের একটি শাখা বরপাথরে 'ডিমালাং' নামে একটি রাজধানী স্থাপন করেছিল। স্থাননামের সঙ্গে 'সা' যুক্ত করে নিজের পরিচয় দেবার প্রচলন ডিমাসাদের অনেক পুরনো প্রথা। যা আজও বিদ্যমান। আর তাই ডিমাপুরে বসবাসকারীরা নিজেদের পরিচয় 'ডিমাপুরসা' বলে দিত। পরবর্তীকালে সেটাই 'ডিমাসা' নামে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার 'ডিমালাং' থেকেও 'ডিমাসা' শব্দটা আসতে পারে।

ডিমাছা সমাজ ও তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে নদী। নদী ও জলযান তাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সেই সাক্ষ্য এখনও ডিমাছারা বহন করে চলছে। নদীমাতৃক জীবনের অনুষঙ্গবাহী অনেক আচার সংস্কার ডিমাছা সমাজে প্রচলিত রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে নদীকেন্দ্রিক জীবনচর্যার ইতিহাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডিমাছাদের নদীকেন্দ্রিক জীবন এবং তাদের সংস্কৃতিতে নৌকার প্রতিরূপ ব্যবহারের সূত্র রয়েছে এস. কে. বরপূজারীর লিখিত **'History of Dimasas'** গ্রন্থে। এই গ্রন্থে **R. N. Masahary-**

র একটি বক্তব্য উদ্ধৃত রয়েছে এভাবে—

> ***"According to R. N. Mosahary, whatever may be the views of scholars and historians on the origin of the name 'Kachari'; a popular saying is still current among the Bodo folks in the plains of Assam, and the saying runs thus :***
>
> ***Pra aris, korosaris***
> ***Jong Pari Lari Lari***
>
> ***The meaning of which is 'we are sea race, we are first people here and have been contineously here'. Mosahary suggests that in the remote past the Bodos called themselves 'Pra aris' and 'Korosaris'. The term 'Pra aris' means the people who dwell on the sea-coast or river valley, while the term 'Korosaris' suggests elder ones or the original inhabitants of the river valley which obviously refers to the Brahmaputra valley. The term 'Korosari' must have eventually corrupted into 'Kosari' or 'Kachari'"***[১২]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে 'ডিমাছা' নামকরণের প্রসঙ্গে অনেক মতভেদ

রয়েছে। ডিমাছা নামকরণটির সঙ্গে কোনো একটিমাত্র বিশেষ নদী সংযুক্ত নয়। আসলে প্রথম থেকেই নদীকে কেন্দ্র করে নিজেদের রাজ্যস্থাপন করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এবং বিতাড়িত হয়ে প্রব্রজনের মধ্যে দিয়ে একের পর এক নদীকে কেন্দ্র করে রাজ্য স্থাপন করতে থাকে। বলা বাহুল্য এভাবে ডিমাছা সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে৷ তাই চিরকালীন নদীকেন্দ্রিকতাই এই উপজাতি গোষ্ঠীর 'ডিমাছা' নামকরণের উৎস বলে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ডিমাছাদের সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাই নির্ভর করতে হয় লোকপরম্পরা ও কিংবদন্তির ওপর। এসবের ওপর নির্ভর করেই ডিমাছা জনগোষ্ঠী নিজেদের মহাভারতের ঘটোৎকচের বংশধর বলে গৌরব অনুভব করেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> *"কাছাড় জিলাকেই প্রাচীন হেড়ম্বরাজ্যজ্ঞানে মাইবং ও খাসপুরের কাছাড়ী রাজাগণ 'হেড়ম্বেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং সমগ্র কাছাড়ী জাতি আপনাদিগকে ভীম ও হিড়ম্বির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে কৃতার্থ ও সম্মানিত মনে করিয়া থাকেন। সমগ্র কাছাড়ী জাতির মধ্যে বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।"*[১৩]

এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে, ডিমাছা সমাজে একটি লোককথা ছড়ার ঢঙে প্রচলিত রয়েছে—

'ঘটোৎকচ বাছা ভীমনি
মেঘবর্ণ, বাছা বনী
এ নিপ্রাং মুনীষ জাজেনবা"

এর বাংলা অনুবাদ হল—

"ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ
তাঁর ছেলে মেঘবর্ণ
যিনি রাজত্ব শুরু করেন।"

বংশ পরম্পরায় প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী অনুমান করা যায় যে এই জাতি প্রথমে ব্রহ্মপুত্রের তীর ও পাহাড়ের ঢালু এলাকাতে বসবাস করত। ক্রমে তারা কেন্দ্রীয় অসম থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাগজ্যোতিষপুরে তাদের রাজধানী স্থাপন করে। স্যার এডওয়ার্ড গেইটও এই তথ্য সমর্থন করেন। একটি জনশ্রুতি রয়েছে যে, কামরূপে কাছাড়ি রাজগণ প্রায় একশ বিশ বছর রাজত্ব করে। পরবর্তীতে কোন প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তারা কামরূপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—

"কথিত রয়েছে যে ব্রহ্মপুত্রের মোহনা পরিত্যাগের পর 'ঘটোৎকচ বংশীয়' রাজা কৌন্ডিল্য নারায়ণ ব্রহ্মপুত্র উজান বেয়ে নদীর পারে বর্তমান সদিয়া জিলায় কৌন্ডিল্য নগর স্থাপন করেন এবং এই স্থানে কাছাড়ী রাজগণ বহুকাল প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব করতে থাকেন। কাছাড়ী ভাষায় এই রাজ্যের নাম হালালী। রাজা মেঘবল নারায়ণ পর্যন্ত কাছাড়ী রাজাগণ হালালীতে রাজত্ব

করেন।"[১৪]

এই জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে ডিমাছারা প্রথমে কামরূপে (কামরুলি) রাজত্ব করে। পরে একটি বৃহৎ নদী (ব্রহ্মপুত্র) অতিক্রম করে সদিয়া অঞ্চলের কৌন্ডিল্যে (কুন্ডিল) বসতি স্থাপন করে রাজ্যশাসন শুরু করে। সদিয়া পরিত্যাগের কোন উপযুক্ত তথ্যাদি না থাকলেও অনুমান করা হয় যে উজান অসমের শক্তিশালী রাজা অরিমও ও যুবরাজ জলঙ্গ বালাহুর সঙ্গে শত্রুতার জন্যই ডিমাছারা সদিয়া ত্যাগ করে ডিমাপুরে রাজ্য স্থাপন করে। তবে ডিমাছারা কীভাবে কবে ডিমাপুরে রাজপাট স্থাপন করে সে বিষয়ে সঠিক ঐতিহাসিক উপাদান না থাকায় অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। ডিমাছা লোকশ্রুতির সূত্র ধরে প্রাজ্ঞ সোনারাম থাওসেন বলেছেন, ডিমাছারা ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে ডিমাপুরে রাজধানী স্থাপন করে এবং সেখানে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ বছর রাজত্ব করেছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আহোমরা অসমে প্রবেশ করার সময় ডিমাছারা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে ডিখৌ থেকে কলং নদী পর্যন্ত তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। ডিমাপুরে রাজধানী স্থাপন করে শিবসাগর, যোরহাট, নগাঁও জেলা থেকে ধনশিরি উপত্যকা পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করে। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে ডিখৌ নদীর পূর্বদিকের গ্রামগুলো পরিত্যাগ করে ডিমাছারা ডিখৌ নদীর পশ্চিমদিকে চলে আসে এবং এই এলাকা পরবর্তীতে আহোমরা দখল করে। প্রায় এক দশক ডিখৌ নদী আহোম ও ডিমাছাদের প্রাকৃতিক সীমানার কাজ করে।

কিন্তু ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে আহোম ও ডিমাছাদের মধ্যে প্রথমবারের মত যুদ্ধ হয় ডিখৌ নদীর তীরে। এই যুদ্ধে আহোমদের পরাজয় ঘটে। তবে পরবর্তীতে আহোমরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা

বাড়তে থাকে৷ আহোমরা ডিমাছাদের ধনশিরি নদীর পশ্চিমপ্রান্তে তাড়িয়ে দেয়। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ধনশিরি নদীর তীরে দুই রাজত্বের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবার ডিমাছারা যুদ্ধে জয়ী হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় আহোমরাজ সুহুংমুঙের সেনাপতি কনসেঙ বরপাত্র গোঁহাইর নেতৃত্বে আহোম সৈন্যরা ধনশিরি নদীর তীরে পুরনায় ডিমাছাদের ওপর আক্রমন চালায়। ফলস্বরূপ ডিমাছারা পরাজিত হয় এবং এই যুদ্ধে ডিমাছা রাজা খুনখারার ভাই ডেট্ছা নিহত হন। ডিমাছা রাজা খুনখারা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান। আহোমরা খুনখারা রাজার আত্মীয় ডেটছাংকে রাজা ঘোষণা করে এই শর্তে যে তিনি আহোমরাজার অধীনস্থ হয়ে থাকবেন। তবে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে ডেটসাং তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলে যথারীতি শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। আহোমরা আবার আক্রমণ করে ডিমাছাদের পরাজিত করে। এবং রাজা ডেটসাংফাকে বন্দী করে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। পরিশেষে ডিমাছারা ডিমাপুর ও ধনশিরি উপত্যকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে ডিমাছারা ডিমাপুর ত্যাগ করার পর বেশ কয়েকবছর তাদের নেতাবিহীন হয়ে থাকতে হয়। পরবর্তীতে ডেরসংফার রাজার ছেলে মদনকুমারকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য আহোমদের কাছে আবেদন জানানো হয়। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হাচেংসা সেংফং বা বংশের মদনকুমার নির্ভয় নারায়ণ নাম ধারণ করে উত্তর কাছাড়ের বড়াইল পাহাড়ের উত্তরে মাহুর নদীর তীরে মাইবাঙে ডিমাছা রাজধানী স্থাপন করেন—

> *"মাইবঙে শাসনকালে প্রথম রাজা কে তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে নির্ভয় নারায়ণ মাইবং স্থাপিত করেছিলেন।"*[১৫]

মাইবাঙে যে ডিমাছারা কেবল রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তা নয়,

মাইবাঙে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শাসনকার্যে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের প্রভাব। মাইবাঙের উপজাতি রাজা নির্ভয় নারায়ণই প্রথম হিন্দুনাম ধারণ করলেন। ডিমাছা রাজ পরিবারে বা সংস্কৃতিতে এই পরিবর্তন এক বিপ্লবের সূচনা করেছিল। এই সময়পর্বেই ডিমাছা রাজ্য নিজেদের কোচ, আহোম, জয়ন্তিয়া, মনিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমপর্যায়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষমতাশালী রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্ভয় নারায়ণই প্রথম ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন।

পরবর্তী রাজা দুর্লভ নারায়ণ আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৫৭৬ পর্যন্ত রাজকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। এরই মধ্যে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে কোচ রাজ্য নরনারায়ণের ভাই চিলারায় মাইবাঙ আক্রমণ করলে ডিমাছা রাজা কোচদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

দুর্লভ নারায়ণের পরবর্তী রাজা হলেন মেঘনারায়ণ। তাঁর শাসনকার্যে ১৫৭৬ খ্রিঃ মাইবঙে রাজপ্রসাদে সিংহদ্বার তৈরি করিয়ে দুটি প্রস্তরলিপি খোদাই করান বা আজও বর্তমান প্রসঙ্গত ১ম প্রস্তরলিপিটি উল্লেখযোগ্য—

১মঃ 'শুভমস্তু শ্রী শ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত হৈ মাইবাঙ্গ পাথরে সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দ ১৪৯৮ বিতেরীষ আষাঢ় ২৬।'

মেঘনারায়ণর পরবর্তী রাজা হলেন যশোনারায়ণ। বলা হয় তিনি ডিমাছা রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজত্বকালে ডিমাছা রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জয়ন্তিয়া, আহোম ও মোঘলদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হন। যেমন, 'অসিমর্দন', 'শত্রুদমন' প্রতাপনারায়ণ ইত্যাদি। তখনই মাইবাঙ রাজ্যের সীমা কাছাড়ের সমতল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে আহোমদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হন। বিজয়ী রাজা

তখন নিজের নাম রাখেন প্রতাপনারায়ণ এবং রাজধানী মাইবাঙের নাম রাখেন 'কীর্তিপুর'। তবে লক্ষণীয় বিষয়—

> *"রাজমালায় যশোনারায়ণের কোনো উল্লেখ নেই। 'আসাম বুরঞ্জী' গ্রন্থে এবং মাইবাঙ-এ প্রাপ্ত মুদ্রায় যশোনারায়ণ নামীয় একটি রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ১৬১০ খ্রিঃ জীবিত ছিলেন এবং শত্রুদমন, প্রতাপনারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি উপাধি ছিল এইরূপ অবগত হওয়া যায়।"*[১৬]

আবার,

> *"যশোনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মেঘবল নারায়ণ ১৬১৩-এ সিংহাসনে বসেন কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ভীমদর্প নারায়ণ ১৬১৫ খ্রিঃ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ভীমদর্পের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইন্দ্রবল্লভ ১৬৩৭ খ্রিঃ মাইবাঙ রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।"*[১৭]

১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে বীরদর্প নারায়ণ ডিমাছা রাজ্যের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে তিনি একজন স্বাধীন রাজা হিসেবে আহোমদের কাছে সন্ধিবার্তা পাঠান। আহোমরা প্রথমে তা প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তীকালে বীরদর্পের সঙ্গে আহোম রাজকুমারীর বিয়ে দিলে সাময়িকভাবে দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি বেশিদূর স্থায়ী হয়নি। ১৬৬০ খ্রি: আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ ডিমাছা রাজ্য আক্রমণের হুমকি দেয়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে চক্রধ্বজ সিংহ আহোম সিংহাসনে বসে বীরদর্প নারায়ণকে অবিলম্বে ডিমাছা

রাজ্যের আশ্রয়াধীন মরঙ্গীখোঁয়া গোঁহাইকে আহোমরাজের হাতে তুলে দেবার দাবি জানান কিন্তু ডিমাছা রাজা তা অস্বীকার করলে চারবছর পর আহোমরাজের কাছে দূত ও উপহার পাঠিয়ে সুসম্পর্ক তৈরি করা হয়। ১৬৮১ বীরদর্পের মৃত্যু পর্যন্ত এই সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

বীরদর্পের উত্তরাধিকারী না থাকায় ডেগাছাইনফা ময়ূরধ্বজ নাম গ্রহণ করে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। কিন্তু সেবারই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গরুড়ধ্বজ ডিমাছা রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৬৯৫-এ গরুড়ধ্বজের মৃত্যু হলে তাঁর দুই পুত্র উদয়াদিত্য এবং মকরধ্বজ অল্পদিনের মধ্যেই সিংহাসন লাভ করেন। ১৬৯৯-এ তাম্রধ্বজ ডিমাছা রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। রাজা হওয়ার পরই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আহোমদের বশ্যতা অস্বীকার করেন।

শুধু তাই নয়, তাম্রধ্বজ আহোম আধিপত্য ডিমাছা রাজ্যে চাপিয়ে দেবার দীর্ঘদিনের প্রয়াসকে বিদ্রোহ করলে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে ডিমাছা রাজ্য আক্রমণ করার জন্য সত্তর হাজার আহোম সৈন্যদের পাঠান। রাজা তাম্রধ্বজকে পরাজিত হতে হয়। তিনি রাজধানী মাইবাং ছেড়ে সমতল কাছাড়ের বিক্রমপুর পালিয়ে গিয়ে জয়ন্তিয়া রাজা রামসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মাইবাং দখল করলেও রোগে আক্রান্ত আহোমরা ফিরে যেতে বাধ্য হয় কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে মাইবাং রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

জয়ন্তিয়ারাজ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাম্রধ্বজকে বন্দী করেন। বাধ্য হয়ে তাম্রধ্বজ পুনরায় আহোমরাজ রুদ্রসিংহের সাহায্য কামনা করলে রুদ্রসিংহ ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণ করে রামসিংহ ও তাম্রধ্বজ দুজনকেই বন্দী করেন। এরপর দুই রাজাকেই শর্তসাপেক্ষে নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাম্রধ্বজের মৃত্যু ঘটে। তাম্রধ্বজের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার ইচ্ছানুসারে আহোমরাজ তাম্রধ্বজের নয় বছরের ছেলে সুরদর্পকে ডিমাছা রাজা ঘোষণা করা হয়। চন্দ্রপ্রভা দেবী শিশুপুত্রের হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। সুরদর্পের রাজত্বকালেই মাইবাঙের রাজসভা সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

সুরদর্পের পর ধর্মধ্বজ বা হরিশচন্দ্র নারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অবিবাহিত অবস্থাতেই কিছুকাল পর তিনি মারা যান। তারপর ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন রামচন্দ্র নারায়ণ। এর পরবর্তী সময়ে ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনাধীন হন। তাঁর রাজ্যশাসনকালেই ডিমাছা রাজ্যের সীমা কাছাড় অতিক্রম করে শ্রীহট্টের দিকে এগিয়ে যায়।

সমতল কাছাড়ে ডিমাছা রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তর নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। বুধীন্দ্রনাথ বরদলৈ-এর মতে মহারাজ তাম্রধ্বজের সময়েই প্রথমবারের মত রাজধানী মাইবাং থেকে সমতল কাছাড়ে স্থানান্তরিত হলেও পাকাপাকিভাবে ১৭৫০ সালেই খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করা হয়।

সি. এ.সফিট মনে করেন, ডিমাছা রাজা ও রাজবংশের সদস্যরা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বড়াইল পাহাড় অতিক্রম করে সমতল কাছাড়ের খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু সোনারাম থাওসেন মনে করেন যে ডিমাছা রাজা ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাইবাং থেকে পাকাপাকিভাবে খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

পরবর্তীতে গোপীচন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনে আরোহন করেন ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে। বৈদিক নিয়মানুসারে এগারোজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে গোপীচন্দ্রের মৃত্যু হলে সিংহাসনে

বসেন তাঁর ছেলে হরিশচন্দ্র। অতি ধর্মপরায়ণ ও সৎ চরিত্রের হরিশচন্দ্র ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মীচন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তাঁর অন্য এক নাম 'ভোলারাজা'। রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে মারা যান। কিন্তু হরিশচন্দ্র রাজ্য দেখাশুনা করার দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। তখন তিনি রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজা ঘোষণা করলেন এবং গোবিন্দচন্দ্রকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়পর্ব ডিমাছা রাজ্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়। শিব ও শক্তির উপাসক কৃষ্ণচন্দ্র বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হওয়ার এবং সমাজে স্বীকৃত হওয়ার অভিপ্রায়ে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে হিরণ্যগর্ভ যজ্ঞের আয়োজন করেন। এবং এই যজ্ঞের মধ্য দিয়ে সমতল কাছাড়ের ডিমাছারা প্রথাগতভাবে হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হয়ে 'বর্মণ' উপাধি লাভ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালেই শিব, শক্তির পাশাপাশি রণচণ্ডী, কাঁচাকান্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ঘোরচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অর্চনার প্রচলন শুরু হয়। এরপর মণিপুরের রাজা মধুচন্দ্রের কন্যা ইন্দুপ্রভাকে বিয়ে করার পর তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

> ***"For the propagation and due veneration to the vedic religion he undertook various measures for construction of temples, excavation of tanks, appointments of sevaits with adequate grants of Devottara and Brahmottara lands. Construction of Bara Duwari, Vishnu temple and Snana Mandir at Khaspur were his greatest achievements."*** [১৮]

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবন, ধর্মের প্রতি আকর্ষণ, তীর্থভ্রমণ তাঁকে রাজ্যশাসনে উদাসীন করে তুলেছিল। এদিকে পুনরায় আহোম শক্তি আক্রমণ করলে কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'বছর যুদ্ধ চলতে থাকার পর কৃষ্ণচন্দ্র আহোমদের দ্বারা পরাজিত হন। পরবর্তী সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্রমশ আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক জগতে আকৃষ্ট হয়ে নবদ্বীপে চলে যান। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র স্থলাভিষিক্ত হলেও তিনি সুষ্ঠভাবে রাজত্ব করতে পারেননি। চারদিক থেকে শত্রুদের চক্রান্তের শিকার হয়ে একসময় প্রাণরক্ষার জন্য সিলেটে পালিয়ে যান এবং নিজের রাজ্য ফিরে পেতে বার্মিজদের সহযোগিতা লাভ করেন।

এর পরিচয় রয়েছে আসামের ইতিহাসে—

> *"Govinda Chandra, on the other hand, having failed to obtain redress in this direction, appealed to the Burmese, who promised to reinstate him; and it was think advance on Cachar with this declared object which led to their first conflict with the British."* [১৯]

তবে পরবর্তীতে ব্রিটিশরা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করে এবং এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় তাঁর খাসপুরের রাজসিংহাসন ফিরে পান। কিন্তু ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজধানী বরাকনদী তীরবর্তী হরিটিকরে স্থানান্তর করেন। কিন্তু এখানেও রাজশাসন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। মনিপুররাজ গম্ভীর সিংহের চক্রান্তে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ডিমাছা রাজা গোবিন্দচন্দ্র আততায়ীর হাতে নিহত হন। যেহেতু গোবিন্দচন্দ্রের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না তাই ব্রিটিশরা এই রাজত্ব দখল করে নেয় এবং তখনই ডিমাছা রাজত্বের অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র :

১. নাথ তুষারকান্তি, 'ডিমাছা সংস্কৃতির আভাস' গ্রন্থে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত অংশ, ভাষা সংস্কৃতি আকাদেমি, অসম, ২০০৬, পৃঃ ১৯

২. **Barman Nalinidra Kumar, 'The Queen of Cachar or Herembo And The History of the Kachchari', R.R. Printers, Court Compound, Silchar, 2007, পৃঃ ১**

৩. **Gait Sir Edward, 'A History of Assam', Surjeet Publications, Delhi 2004, পৃঃ ২৯৯**

৪. **Barpujari S.K., 'History of the Dimasas', Hemkosh Printers, Silpukhuri, Guwahati, 1997, পৃঃ ১২**

৫. তদেব, পৃঃ ১২

৬. **Gait Sir Edward, 'A History of Assam', Surjeet Publications, Delhi, 2004, পৃঃ ২৯৯**

৭. **Barman, Nalinidra Kumar, 'The Queens of Cachar or Herembo And The History of the Kachchari', R.R. Printers, Court Compound, Silhar, 2007, পৃঃ ৫৯**

৮. তাপাদার জাহিদ আহমেদ, 'ডিমাসা অন্বেষা' গ্রন্থের ভূমিকায় যতীন্দ্রলাল থাওসেন এর উদ্ধৃতি, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, হাফলং ১৪০৩ বৈশাখ, পৃঃ ৯

৯. তদেব, পৃঃ ১০

১০. তদেব, পৃঃ ১১

১১. **Barman Nalinindra Kumar, 'The Queens of Cachar**

or Herembo and The History of the kachchari', R.R. Printers, Court Compound, Silchar, 2009, পৃঃ ১৩

১২. **Barpujari S.K., 'History of the Dimasas', Hemkosh Printers, Silpukhuri, Guwahati, 1997, পৃঃ ১২**

১৩. ভট্টাচার্য অমলেন্দু, দেবলস্কর সঞ্জীব সম্পাদিত শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', পারুল প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৫, পৃঃ ৩০

১৪. তদেব, পৃঃ ৪৩

১৫. তদেব, পৃঃ ৪৩

১৬. তদেব, পৃঃ ৫৩

১৭. তদেব, পৃঃ ৬৪

১৮. **Barpujari S.K., 'History of the Dimasas', Hemkosh Printers, Silpukhuri, Guwahati, 1997, পৃঃ ৬৫**

১৯. **Gait Sir Edward, 'A History of Assam', Surjeet Publications, Delhi, 2004, পৃঃ ৩১০**